POLITICAL SCIENCE . SEMESTER-IV, CC-8

যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (HISTORICAL BACKGROUND OF FEDERATION)

যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ধাপ হিসাবে রাষ্ট্রীয় সম্মেলন (State Union) , রাষ্ট্র-সমবায় (Confederation) প্রভৃতির ধারণা ছিল। জেলিনেক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন বা ইউনিয়ন বলতে বুঝেছেন ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনগত সংগঠনকে। এই সংগঠন সুস্পষ্ট এবং শিথিল দুই ধরনের হতে পারে । কম-বেশি স্থায়ী আইনগত সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত গড়ে ওঠা দুটি রাষ্ট্রকে শিথিল রাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন (Unorganized Union) বলা চলে । এদের লক্ষ্য হলো একটি সাধারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা । এখানে কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে না । দুটি রাষ্ট্রের পারস্পরিক বোঝাপড়া , চুক্তি, আঁতাত, লীগ, রীতিনীতি এই ইউনিয়নের ভিত্তি । ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি দ্বারা গঠিত প্রাচীন জার্মান সাম্রাজ্য, ভাসাল স্টেট ও প্রোটেকটরেট এই ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত । মধ্যযুগে সামন্ত রাষ্ট্র ও এইভাবে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে সংগঠিত বা শক্তিশালী ইউনিয়ন (Organized Union) হল রাষ্ট্রসমূহের এক আইনগত বন্ধন এবং যেখানে এক ধরনের সাধারণ কেন্দ্রীয় সংস্থার শাসনের অস্তিত্ব আছে এবং কেন্দ্রীয় আইন সংস্থাও থাকতে পারে যার প্রতি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন আছে। জেলিনেক এই ধরনের সংগঠিত সম্মেলনের মধ্যে ফেলেন ব্যক্তিগত স্তরে গঠিত রাষ্ট্রসমূহের ইউনিয়ন (Personal Union) , প্রকৃত ইউনিয়ন (Real Union) , রাষ্ট্র - সমবায় ও যুক্তরাষ্ট্রকে।

ব্যক্তিগত ইউনিয়ন হল রাজতন্ত্রের যুগে দুই বা ততোধিক রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে একজন রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে রাখার ব্যবস্থা। সাধারণত আকস্মিক কোনো ঘটনা বা কারণে উত্তরাধিকার আইনের সহায়তায় এই ধরনের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এর পেছনে কোন রাজনৈতিক আইন বা উদ্দেশ্য নেই , আন্তর্জাতিক বা অভ্যন্তরীণ সাংবিধানিক কারণ থাকতে পারে। চুক্তি, নির্বাচন এর পেছনে থাকলেও প্রতিটি সহযোগী রাষ্ট্র এক্ষেত্রে একে অপরের থেকে স্বাধীন, এদের পৃথক আইন , শাসন পদ্ধতি , স্থানীয় শাসন থাকতে পারে এবং নাগরিকরা এক্ষেত্রে নিজ রাষ্ট্রের প্রজা ও সহযোগী অন্য রাষ্ট্রের চোখে বিদেশি । একজন কেন্দ্রীয় শাসক (সার্বভৌম)হলেও রাষ্ট্রের বৈচিত্র মেনেই তিনি বিভিন্ন সহযোগী রাষ্ট্রের পরিচালনায় থাকেন । এখানে সার্বভৌমের আইনগত ব্যক্তিত্ব দ্বৈত বা বহুব্যঞ্জক। পঞ্চম চার্লস এর অধীনে স্পেন ও জার্মান সাম্রাজ্য (1520-56) , ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের ইউনিয়ন(1603-1700), গ্রেট ব্রিটেন ও হ্যানোভার সংযুক্তি (1714-1837), হল্যান্ড ও লুক্সেমবুর্গের সংযুক্তি(1815-93) বেলজিয়াম ও কঙ্গোর সংযুক্তি (1885)ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ডের ইউনিয়ন(1918) প্রভৃতি।

প্রকৃত ইউনিয়ন হল দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের সংযুক্তি। একজন সাধারন (Common) শাসক ও সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক বিষয় পরিচালনার সমব্যবস্থার অধীনে থেকে এই ইউনিয়ন পরিচালিত হয়। মূলত বাহ উদ্দেশ্য ও সমস্বার্থ নিয়েই এরা পরস্পরের সাথে একই রাজার অধীনে মিলিত হয় । ব্যক্তিগত রাষ্ট্রের সংযুক্তিতে গড়া এটি হলো সাধারণ রাষ্ট্রব্যক্তিত্ব। প্রকৃত ইউনিয়ন বা সাধারন এই রাষ্ট্র- ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত হিসাবে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির ইউনিয়ন (1867-1919) নরওয়ে ও সুইডেনের ইউনিয়নকে(1815) পেশ করা হয়।

. সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রসমূহের ইউনিয়ন হিসাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন(EU), আরব রাষ্ট্র জোট(Arab League) আফ্রিকার ঐক্য সংগঠন (OAU) আসিয়ান (ASEAN), সার্ক (SAARC) ইত্যাদির কথা বলা হলেও প্রধানত আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যে এইসব আঞ্চলিক রাষ্ট্র জোটের সৃষ্টি হয়েছে । সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গুলি সাময়িকভাবে একটি রাষ্ট্রজোট (CIS)গঠন করে তাদের বৈদেশিক অবস্থান স্থির করেছে। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে জাতিসংঘ(League of Nations) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও (United Nations) রাষ্ট্রসমূহের ইউনিয়ন হিসেবে পরিচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক ভাবনাটির সূত্র রাষ্ট্র সমূহের ইউনিয়ন থেকে এলেও এক্ষেত্রে মূল সূত্রটি হল রাষ্ট্র - সমবায়ের(Confederation) ধারণা । রাষ্ট্র - সমবায় কোন রাষ্ট্র জোট বা মৈত্রী সংস্থা নয়। এটি হলো বাহ্যিক নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য রাষ্ট্রসমূহের এক সংঘ । এর পেছনে কোনো আকস্মিক কারণ নেই বা এটি রাষ্ট্রসমূহের কোন ব্যক্তিগত সংযুক্তি নয়, রাষ্ট্র সমবায় গুলো সম্পূর্ণভাবেই চুক্তি, বোঝাপড়া ,সহযোগিতার এক আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। এর পেছনে আন্তর্জাতিক এবং রাজনৈতিক বোঝাপড়া আছে, সাংবিধানিক বা আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই । রাষ্ট্র- সমবায় নানা রকমের হতে পারে, তবে কোনোভাবেই এটা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্র নয়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মত রাষ্ট্র -সমবায়ের সদস্যরা কোন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সৃষ্ট স্থানীয় ক্ষেত্রমূলক সংস্থা বা প্রশাসনিক পরিবেশনের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন নয়। কোন একক সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্র- সমবায় হল সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত এক রাষ্ট্রসঙ্ঘের মত। এর সদস্যরা প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক ব্যক্তি ; এদের প্রত্যেকেরই আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সম্পর্ক স্থাপনের স্বাধীনতা আছে। সহযোগী রাষ্ট্র কে বাদ দিয়ে যুদ্ধ করার , বাণিজ্য করার অধিকার এদের আছে, তবে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হলেও সে যুদ্ধ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ , গৃহযুদ্ধ নয়।

তবে চুক্তির অংশীদার হয়ে পারস্পরিক যুদ্ধ বিবাদ এরা পরিহার করতে পারে । সব ধরনের রাষ্ট্র সমবায় এরকম নাও হতে পারে এবং তাদের সংযুক্তি বা বোঝাপড়ার মধ্যে পার্থক্য ও থাকতে পারে। রাষ্ট্র-

সমবায়ের চুক্তির প্রকৃতি অনুসারে এর রূপ ভিন্ন হতে পারে। রাষ্ট্র- সমবায়ের মূল লক্ষ্য হলো নিরাপত্তা। প্রাচীনকালে গ্রিসে রেটোনিয়ন , ডেলিয়ান, লিসিয়ান , এচিয়ান, এটোলিয়ান লীগ ছিল নগর-রাষ্ট্রের সমবায় । মধ্যযুগের হানসিয়াটিক লীগ (1376-1669) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য (1526- 1806) রাষ্ট্র-সমবায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এগুলি অবশ্য ধর্মীয়, বাণিজ্যিক, বিচারবিভাগীয় উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে । সুইস রাষ্ট্র -সমবায় (1291-1798) 1803-1848, 1848 থেকে বর্তমান সুইস রাষ্ট্র ব্যবস্থা রাষ্ট্র-সমবায় হিসেবে চিহ্নিত। 1701-1787 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,1576-1746 ঐক্যবদ্ধ নেদারল্যান্ড , এবং 1815-1867 জার্মান রাষ্ট্র- সমবায় রাষ্ট্র - সমবায়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। মার্কিন রাষ্ট্র সমবায় কে ' firm league of friendship ' বলে Articles of Agreement এ বর্ণনা করা হয়েছে। রাষ্ট্র সমবায়ের সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা , স্বাধীনতা , ক্ষমতা , এলাকা বা অধিকারের কথাও এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র - সমবায়ে ছিল 13টি উপনিবেশ, অন্যদিকে জার্মান রাষ্ট্র - সমবায়ের সদস্য ছিল 38 টি রাজ্য , যাদের মধ্যে ছিল রাজ্য , রাজশাসিত রাজ্য (Principalities) , ডিউক অধিকৃত এলাকা(Duchies) মুক্ত শহর ইত্যাদি বিচিত্র অঞ্চল । এটি ছিল অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সুরক্ষার জন্য গঠিত এক চিরস্থায়ী লীগের (Perpetual League) মতো । সদস্যদের স্বাধীনতা ও অলঙ্ঘনীয়তা মেনে চলবে রাষ্ট্র -সমবায় ------- এটাই ছিল মূল কথা। সদস্যরা তাদের সমবেত ইচ্ছা প্রকাশ করত ফ্রাঙ্কফুটে অবস্থিত ক্ষমতাসম্পন্ন সমবায়ের সদস্যদের প্রেরিত সভা , যা ডায়েট (Diet) নামে পরিচিত ছিল । রাষ্ট্রদূত প্রেরণ ও গ্রহণ, যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সদস্যদের সম্মতি নিয়ে বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করত এই সভা। ডায়েট ছাড়াও ছিল সীমিত ক্ষমতার আদালত । জার্মান রাষ্ট্র-সমবায়ের কোন পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা কেন্দ্র ছিল না। মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালা, কোস্টারিকা , হন্ডুরাস , নিকারাগুয়া এবং সালভাডোর এই 6 টি রাষ্ট্র মিলে 1907 সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশন এর মাধ্যমে রাষ্ট্র -সমবায় গড়ে তোলে প্রধানত বিরোধ নিষ্পত্তির এক ব্যবস্থা হিসাবে।